সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫৩তম সংখ্যা, মে-জুন ২০২২
ahlehadeethbd.org/protiva

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তিন ব্যক্তির নিকট হতে আল্লাহ ফরয, নফল কিছুই গ্রহণ করবেন না। (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) দান করে খোটা দানকারী এবং (৩) তাকদীরকে অস্বীকারকারী’ (*ছহীহাহ হা/১৭৮৫*)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'-এর মুখপত্র

সোনামণি প্রতিভা

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

- বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ
- এসো দো'আ শিখি
- রহস্যময় পৃথিবী
- যেলা ও দেশ পরিচিতি
- আন্তর্জাতিক পাতা
- আমার দেশ
- যাদু নয় বিজ্ঞান
- হাদীছের গল্প
- গল্পে জাগে প্রতিভা
- একটু খানি হাসি
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর
- কবিতা
- সাহিত্যাঙ্গন
- ইতিহাস
- চিকিৎসা
- অজানা কথা
- ম্যাজিক ওয়ার্ড
- মতামত ও প্রশ্নোত্তর
- ভাষা শিক্ষা

লেখা আহ্বান :

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

মূল্য ১৫ টাকা

৫৩তম সংখ্যা
মে-জুন ২০২২

সার্বিক যোগাযোগ :

সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

৫৩তম সংখ্যা

মে-জুন ২০২২

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

♦ **সম্পাদক**
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **সহকারী সম্পাদক**
নাজমুন নাঈম

♦ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

■ সম্পাদকীয়
- রামাযানের শিক্ষা বাস্তবায়ন ০২

■ কুরআনের আলো ০৪

■ হাদীছের আলো ০৫

■ প্রবন্ধ
- শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা ০৬
- সুন্দর নামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১২
- নফল ছিয়ামের গুরুত্ব ও ফযীলত ১৫

■ হাদীছের গল্প
- কুরবানী ১৮

■ এসো দো'আ শিখি ১৯

■ গল্পে জাগে প্রতিভা
- সৃষ্টির সেরা ২১
- দলবদ্ধ কাজ ২৩

■ কবিতাগুচ্ছ ২৫

■ স্মৃতিচারণ
- প্রথম দিনের কথা ২৬

■ বহুমুখী জ্ঞানের আসর ২৯

■ সংগঠন পরিক্রমা ৩০

■ প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৩

■ ভাষা শিক্ষা ৩৪

■ নীতিমালা ৩৬

■ ঈদের দিনের আদব ৩৯

রামাযানের শিক্ষা বাস্তবায়ন

আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু’ *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

দেখতে দেখতে আমাদের মাঝ থেকে রামাযান মাস বিদায় হয়ে গেল। এ মাস ছিল তাক্বওয়া অর্জনের এলাহী প্রশিক্ষণের মাস। আমরা কি রামাযান থেকে ইবাদতের মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জন, আল্লাহ্র রহমত, মাগফিরাত ও নৈকট্য হাছিল এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের সুযোগ গ্রহণের প্রশিক্ষণ নিতে পেরেছি? যদি পারি তাহলে আমাদের জীবন ধন্য; অন্যথায় আমাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যার নিকট রামাযান মাস আসে আবার গুনাহ মাফের আগে সে মাস চলে যায়’ *(তিরমিযী হা/৩৫৪৫)*। রামাযান মাসের প্রতি আমরা যেমন যত্নশীল, পরবর্তী এগারো মাস আমরা তেমন সফলভাবে পরিচালিত হব। রামাযানের এই প্রশিক্ষণ আত্মিক, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে পরিচালিত হয়েছে। আমাদের জীবনে ইতিবাচক যে পরিবর্তন হয়েছে, তা রামাযান পরবর্তী আমল ও আখলাকে উপলব্ধি করা যাবে। রামাযানের প্রশিক্ষণ সারা বছর ধরে রেখে সব ধরনের গুনাহের কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারলেই সে প্রশিক্ষণ হবে স্বার্থক।

স্নেহের সোনামণি! বর্তমানে সারাদিন তুমি চলাফেরা ও খানাপিনায় স্বাধীন। ‘বিবেক একটু দুর্বল করলেই তুমি পেয়ে যাবে অথৈ বিলাসের সম্ভার। হ্যাঁ, এখানেই তোমার পরীক্ষা। তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তোমাকে দেখছেন অলক্ষ্যে থেকে, তুমি এখন কি কর সেটার জন্য। জিনরূপী শয়তান তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করবে। মানবরূপী শয়তান তোমাকে প্রতারণায় ভুলাবে। তোমার বিবেক তোমাকে ধিক্কার দিবে। প্রশান্ত আত্মা তোমাকে উপদেশ দিবে ও আল্লাহ্র পথ দেখাবে। মন, বিবেক ও প্রশান্ত আত্মার মধ্যে তুমি কাকে অগ্রাধিকার দিবে, সেটাই তো আল্লাহ দেখবেন’ *(ছিয়াম ও ক্বিয়াম, পৃ. ৪)*।

রামাযানে ছিয়ামের মাধ্যমে তাক্বওয়া বা আল্লাভীরুতার প্রশিক্ষণ তোমরা গ্রহণ করেছ। এই আল্লাহভীতি সার্বিক জীবনে সর্বদা অব্যাহত রাখতে হবে। মনে রাখবে, মুমিনের চেয়ে মুত্তাক্বীর মর্যাদা এক স্তর উপরে, যিনি নিজের সৎকর্ম সমূহ ও খালেছ দো‘আর মাধ্যমে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন। মুত্তাক্বী ব্যক্তি লাগামবদ্ধ প্রাণীর ন্যায় নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করেন। তিনি সর্বদা অন্যায় ও অপসন্দনীয় কর্ম হতে বিরত থাকেন। তুমি কি নিজেকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারবে?

রামাযানের শুরুতেই তোমরা নতুন চাঁদ দেখে দো'আ পড়তে শিখেছ। এখন প্রতি মাসে নতুন চাঁদ উঠবে। তাই নতুন চাঁদ দেখলেই দো'আ পড়ে আল্লাহ্র নিকট তাঁর পসন্দনীয় কাজের তাওফীক কামনা করবে। রামাযান মাস আসলেই মসজিদ গুলোতে উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রামাযান শেষ; অনেকের জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় তো দূরের কথা ছালাত আদায়ই শেষ। অথচ ঈমান আনয়নের পরে যে সমস্ত ইবাদত ফরয তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ছালাত- যা জামাআতে আদায় খুবই ফযীলতপূর্ণ। ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জামা'আতে ছালাত আদায় করার ছওয়াব একাকী আদায় করার চেয়ে ২৭ গুণ বেশি' *(বুখারী হা/৬৪৫)*। ওছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা'আতে পড়ল, সে যেন অর্ধরাত্রি ছালাতে কাটাল এবং যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে পড়ল, সে যেন সমস্ত রাত্রি ছালাতে অতিবাহিত করল' *(মুসলিম হা/৬৫৬)*।

রামাযান মাসের চাঁদ দেখার পর সর্বপ্রথম যে ইবাদত পালন করা হয়, তা হচ্ছে তারাবীহ্র ছালাত। এখন তারাবীহ্র ছালাত নেই। সেটি আমাদের শিক্ষা দেয় তাহাজ্জুদ ছালাতের। কারণ ফরয ছালাতের পর সর্বোত্তম ছালাত হল রাত্রির নফল ছালাত তথা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের ছালাত। এ সময় আল্লাহকে ডাকলে সরাসরি তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দেন *(বুখারী হা/১১৪৫)*।

রামাযান শিক্ষা দিয়েছে সত্যবাদী হতে এবং মিথ্যা পরিত্যাগ করতে। কেননা 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই' *(বুখারী হা/১৯০৩)*। রামাযান থেকে মিথ্যা পরিহার করে সত্যবাদী হওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। রামাযানে তোমরা হয়তো নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতে। এখন সে অভ্যাস অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিদিন তোমরা কমপক্ষে ২ পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করবে। তাহলে পুরো বছরে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। দানের হাত রামাযানের পর গুটিয়ে রাখা যাবে না। কেননা আল্লাহ্র পথে দান করলে তোমরাও আল্লাহ্র রহমত লাভে ধন্য হবে। রামাযানের ছিয়াম ওযরবশতঃ কাযা হলে দ্রুত তা পূরণ করবে। শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম এ মাসেই আদায় করে নিবে। তাহলে সারা বছর ছিয়াম পালনের ছওয়াব পাবে *(মুসলিম হা/১১৬৪)*।

অতএব হে সোনামণি! আগামী দিনে নিজেকে সফল ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রামাযানের শিক্ষা সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন কর। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

কুরবানী

আবু সাইফ, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ - فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَّاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوْا - وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ

‘প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা যবহ করার সময় অল্লাহ্র নাম স্মরণ করে এজন্য যে, তিনি চতুষ্পদ গবাদি পশু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন। অতএব তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। তাঁর নিকটে তোমরা আত্মসমর্পণ কর এবং আপনি বিনয়ীদের সুসংবাদ প্রদান করুন’ *(হজ্জ ২২/৩৪)*।

আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র ক্বাবীল ও হাবীল-এর দেওয়া কুরবানী ছিল ইতিহাসের প্রথম কুরবানী। তারপর থেকে বিগত সকল উম্মতের উপরে এটা জারি ছিল। তবে সেই সব কুরবানীর নিয়ম-কানূন আমাদের জানানো হয়নি। মুসলিম উম্মাহ্র উপরে যে কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে, তা মূলত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র রাহে কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে ‘সুন্নাতে ইবরাহীমী’ হিসাবে চালু হয়েছে।

কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহভীতি অর্জন করা। যাতে মানুষ এটা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কারণেই শক্তিশালী পশুগুলো তাদের মত দুর্বলদের অনুগত হয়েছে এবং তাদের গোশত, হাড়-হাড্ডি-মজ্জা ইত্যাদির মধ্যে তাদের জন্য রূযী নির্ধারিত হয়েছে। আল্লাহ্র এই ক্ষমতা ও বান্দার প্রতি অনুগ্রহ উপলব্ধির মাধ্যমে মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি হয়। এজন্য তাঁর নামে কুরবানীর পশুগুলো যবেহ করতে হবে।

মানুষ সহ সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ। এজন্য আমাদের উপাসনা পাওয়ার হক্বদারও কেবল আল্লাহ। সুতরাং আমাদের উচিত আল্লাহ তা‘আলার যাবতীয় বিধানাবলী মানার মাধ্যমে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা। বস্তুত এরই মাঝে রয়েছে প্রকৃত বিনয়ীভাব। আর অল্লাহ তা‘আলা তার বিনয়ী বান্দাদের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের কুরবানীর এই মহান শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বিনয়ী বান্দা হিসাবে কবুল করুন- আমীন!

কুরবানী

খালিদুর রহমান, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ لاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْئٍ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের সৎকর্মের চেয়ে প্রিয়তর কোন সৎকর্ম আল্লাহ্র নিকটে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও কি নয়? তিনি বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে তার জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে)' *(আবূদাঊদ হা/২৪৩৮; মিশকাত হা/১৪৬০)*।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চেয়েও প্রিয় যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের আমল। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ মাসের প্রথম নয় দিন ছিয়াম পালন করতেন। বিশেষ করে আরাফার দিন ছিয়ামের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আরাফার দিনের ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*।

এই দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হল দশম দিনে ঈদের ছালাতের পর কুরবানী করা। এ দিন চতুষ্পদ জন্তুর রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়। এছাড়া একে অপরকে খাওয়ানোর মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শক্তিশালী হয়। এজন্য এটি আল্লাহর কাছে অতি প্রিয় আমল।

উত্তম পশু কুরবানী করে আদম (আঃ)-এর পুত্র হাবীল আল্লাহর নিকট প্রিয় বান্দা হয়েছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর প্রিয় পুত্র কুরবানীর সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এজন্য আমাদেরও আল্লাহর উদ্দেশ্যে উত্তম পশু কুরবানী করতে হবে।

শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে ‘সোনামণি’ সংগঠনের ভূমিকা

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(১১তম কিস্তি)

৫. নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা :

নিয়মিত কোন কাজ করলে তাতে বরকত হয়। তাই সোনামণিদের উচিত নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা। আর প্রতিদিনের ক্লাসের পড়া প্রতিদিনই তৈরী করা। নিয়মিত অল্প অল্প করে পড়লে ও লিখলে তা সহজ মনে হবে ইনশাআল্লাহ। প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা করে পড়লে বছর শেষে অনেক পড়া হয়ে যাবে। প্রতিদিন ৫টি করে নতুন শব্দ শিখে লিখে রাখলে এক বছরে বহু শব্দ আয়ত্তে এসে যাবে। আজকের পড়া ও লেখার বিষয়গুলো আগামীকালের জন্য ফেলে রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে একটি প্রবাদ সবসময় মনে রাখতে হবে- ‘আজকা কাম কাল পার না ডাল’ অর্থাৎ ‘আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রেখ না’। লেখাপড়ার বিষয়গুলো নিয়মিত অনুশীলন না করলে এক সময় তা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। ফলে পরীক্ষার সময় একসাথে সবকিছু আয়ত্ত করা সম্ভব হবে না। এতে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে সকলের সামনে লজ্জিত হতে হবে।

নিয়মিত কুরআন-হাদীছ ও পাঠ্যবিষয় অধ্যয়ন করা আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল সমূহের অন্যতম। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ। ‘আল্লাহর নিকট প্রিয় নেক আমল হল যা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা কম হয়’ *(বুখারী হা/৬৪৬৫)*। ইলমে দ্বীন তথা দ্বীনী জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এটি এমন এক শক্তি যা তাকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথে পরিচালিত করে। আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ। ‘পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন’ *(আলাক্ব ৯৬/১)*। অর্থাৎ আল্লাহর নামে সাহায্য চেয়ে পড়। এই আয়াতটি সহ পরপর পাঁচটি আয়াত মানবজাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হতে শেষ নবী (ছাঃ)-এর নিকটে প্রেরিত সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ। এটাই ছিল

আখেরী যামানার মানুষের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রেরিত সর্বপ্রথম আসমানী বার্তা *(তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, পৃ. ৩৭৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তুমি বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বস্তুতঃ জ্ঞানীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(যুমার ৩৯/৯)*।

প্রকৃত ইলমে দ্বীন ব্যতীত ইসলামী জীবন-যাপন সম্ভব নয়। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালভাবে খবর রাখেন' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*। ইলমের অভাবেই মানুষ নিজে পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করে। তাই ঈমান, দ্বীনের মৌলিক বিধি-বিধান, হালাল-হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুলিমের উপর ফরয। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারী)-এর উপর ফরয' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন' *(বুখারী হা/৭১)*। এছাড়াও সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে সাধ্যমত জ্ঞানার্জন করা ও সেখান থেকে কল্যাণ আহরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা বান্দার জন্য অবশ্য কর্তব্য *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের ইলম শিক্ষা দেওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অচিরেই কিছু সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা ইলম অন্বেষণ করবে। তোমরা যখন তাদেরকে দেখবে তখন রাসূল (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী তাদেরকে 'মারহাবা', 'মারহাবা' বলে স্বাগত জানাবে এবং তাদেরকে ইলম শিক্ষা দিবে' *(ইবনু মাজাহ হা/২৪৭)*। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম সন্ধানের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথ সমূহের কোন এক পথে পৌঁছে দেন। ফেরেশতাগণ ইলম অনুসন্ধানকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেন...*(তিরমিযী হা/২৬৮২)*।

ইসলামের মূল শিক্ষা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাই সোনামণিদের জীবনের শুরুতে এদুয়ের শিক্ষার মাধ্যমে জীবন পরিচালনার অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করবেন এবং

অপরকে শিক্ষা দিবেন তিনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ওছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়’ *(বুখারী হা/৫০২৭)*। যে ঘরে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা হয় তা আল্লাহর রহমতে ভরপুর থাকে এবং শয়তান সেখান থেকে পলায়ন করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা তোমাদের বাড়ি-ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না। নিশ্চয় শয়তান ঐ ঘর থেকে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করা হয়’ *(মুসলিম হা/৭৮০)*।

মুসলমানদের জীবনে হাদীছের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীছ সরাসরি আল্লাহ্র ‘অহি’। কুরআন ‘অহিয়ে মাতলু’ যা তেলাওয়াত করা হয় এবং হাদীছ ‘অহিয়ে গায়ের মাতলু’ যা তেলাওয়াত করা হয় না। আল্লাহ বলেন, ‘রাসূল তাঁর ইচ্ছামত কিছু বলেন না। কেবলমাত্র অতটুকু বলেন, যতটুকু তাঁর নিকটে ‘অহি’ করা হয়’ *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আমি তোমাদের মধ্যে দু’টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা এ দু’টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল- আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ’ *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, যথাযথভাবে তা স্মরণে রেখেছে ও মুখস্থ করেছে এবং প্রচার করেছে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয় (সে অন্যের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়) এবং অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়’ *(ইবনু মাজাহ হা/২৩০)*। তাই সোনামণিরা নিয়মিত কুরআন, হাদীছ, ইসলামী সাহিত্য ও পাঠ্য পুস্তক পাঠ করে জ্ঞানার্জন করবে।

৬. সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা :

মানুষের সাথে সুসম্পর্ক ও আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হল সেবা-শুশ্রূষা। এটি মানবীয় সর্বোত্তম গুণাবলীর অন্যতম। এ গুণের মাধ্যমে মানুষের খুব কাছে পৌঁছা যায়। এর মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে গভীর মহব্বত তৈরি হয়। ছাহাবীগণ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেবায় আত্মনিয়োগ করতেন এবং একে অপরকে ভালোবাসতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, ‘আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমত করেছি’ *(বুখারী হা/৬০৩৮)*।

মানুষের সেবা ও ভালোবাসার সাথে সাথে পশু-পাখির প্রতি সহানুভূতিশীল

হওয়াও আল্লাহর ক্ষমা লাভের অন্যতম মাধ্যম। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক ব্যাভিচারিণীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। সে একটি কুকুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে দেখতে পেল কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। রাবী বলেন, পিপাসায় তার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত ছিল। তখন সেই নারী তার মোজা খুলে তার উড়নার সঙ্গে বাঁধল। অতঃপর সে কূপ হতে পানি তুলল (এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল)। এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হল' *(বুখারী হা/৩৩২১; মিশকাত হা/১৯০২)*।

অন্যকে সেবা না করে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম জাহান্নাম। ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খাবারও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারত' *(বুখারী হা/৩৩১৮)*।

সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে সেবা না করলে পরকালে তাকে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান, আমি পীড়িত ছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে সেবা করনি। তখন সে (আদম সন্তান) বলবে, হে আল্লাহ, আমি কিভাবে তোমাকে সেবা-শুশ্রূষা করব অথচ তুমি জগতসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত অবস্থায় আছে আর তুমি তার সেবা করনি। তুমি যদি তার সেবা করতে, তাহলে তার নিকট আমাকে পেতে' *(মুসলিম হা/২৫৬৯)*।

যারা পরস্পরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালোবাসে তারা বিচারের কঠিন দিবসে আল্লাহ্র আরশের নিচে ছায়া পাবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যারা আমার সুমহান মর্যাদার খাতিরে পরস্পরে ভালোবাসা স্থাপন করেছিলে তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে এমন সুশীতল ছায়াতলে স্থান দিব যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না' *(মুসলিম হা/২৫৬৬; মিশকাত হা/৫০০৬)*।

দুনিয়াবী জীবনে যারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য আল্লাহ্র ভালোবাসা ওয়াজিব হয়। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় পরস্পরকে ভালোবাসে, একমাত্র আমার উদ্দেশ্যেই পরস্পরে কোন সমাবেশে উপস্থিত হয়, আমার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় পরস্পরে সাক্ষাত করে এবং আমার জন্যই নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের জন্য আমার ভালোবাসা ওয়াজিব' *(মালেক, মুওয়াত্তা, মিশকাত হা/৫০১১)*।

আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর রাসূল (ছাঃ) ও হক্বপন্থী আমীরের আনুগত্য করা ফরয। এজন্য আমীরের আনুগত্য করা একজন আদর্শ সোনামণির অন্যতম দায়িত্ব। এ ব্যাপারে কোনরূপ ধোঁকার আশ্রয় নেওয়া বা অন্যকে ধোঁকা দেওয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার শামিল। কেননা নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। তাঁদের নির্দেশ পালনের মধ্যেই বান্দার ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহলে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম’ *(নিসা ৪/৫৯)*।

তবে একটি বিষয় স্মরণীয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য শর্তহীন। এজন্য অত্র আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের পূর্বে وَأَطِيعُوا শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আমীরের পূর্বে ব্যবহার করা হয়নি। কেননা আমীরের আনুগত্য শর্তযুক্ত। তা হল আমীর যতক্ষণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, ততক্ষণ তাঁর আনুগত্য করতে হবে। আর তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে কোন পাপ, অন্যায় বা সীমালংঘনের কাজে নির্দেশ দিলে তাঁর আনুগত্য করা যাবে না *(বুখারী হা/৭১৪৪)*। অত্র আয়াতে আরেকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্মরণাপন্ন হতে হবে। কোন ব্যক্তির রায়কে এ ব্যাপারে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

وَأُولِي الْأَمْرِ বা দায়িত্বশীল-এর ব্যাখ্যায় ছহীহুল বুখারীর তাফসীর অধ্যায়ে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতটি নাযিল হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ ইবনু কায়স ইবনু আদী সম্পর্কে যখন তাকে নবী (ছাঃ) একটি সৈন্য দলের দলনায়ক করে প্রেরণ করেছিলেন’ *(বুখারী হা/৪৫৮৪)*।

আলোচ্য হাদীছে সৈন্য দলের দলনায়ককে ‘উলুল আমর’ বলা হয়েছে। যদিও কেউ কেউ ‘উলুল আমর’ বা আমীর বলতে স্রেফ রাষ্ট্র প্রধান বা শাসককে বুঝাতে চেয়েছেন। অথচ অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, আমীর বলতে শুধু

শাসকই নন বরং অন্যান্য পর্যায়ের নেতৃত্বও এর মধ্যে শামিল। তাই এই আমীর নাজী ফের্কার আমীর হতে পারেন কিংবা দেশের শাসক হতে পারেন। সাংগঠনিক আমীর ইসলামী 'হুদূদ' বা দণ্ডবিধি জারি করতে পারেন না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আমীর সেটা করেন। উভয় অবস্থায় আনুগত্য অপরিহার্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল। আমীর হলেন ঢাল স্বরূপ। যার পিছনে থেকে লড়াই করা হয় ও যার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা হয়। যদি তিনি আল্লাহভীতির আদেশ দেন ও ন্যায় বিচার করেন, তাহলে এর বিনিময়ে তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। আর যদি বিপরীত কিছু বলেন, তাহলে তার পাপ তার উপরেই বর্তাবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬১)*।

উম্মুল হুছায়েন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যদি তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তাহ'লে তোমরা তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর' *(মুসলিম হা/১৮৩৮)*। হযরত উমামাহ (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, اِتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ (১) 'তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর (২) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর (৩) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর (৪) তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর এবং (৫) আমীরের আনুগত্য কর; তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর' *(তিরমিযী হা/৬১৬)*। আলোচ্য হাদীছে আমীরের আনুগত্যকে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদতের সাথে যুক্ত করে বলা হয়েছে এবং একে জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

[চলবে]

সুন্দর নামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

ভূমিকা : প্রতিটি শিশুই নাম-ঠিকানা বিহীন জন্মগ্রহণ করে। মায়ের কোলে খুঁজে পায় আপন ঠিকানা। পিতা-মাতা সুন্দর নাম রাখার মাধ্যমে তাকে পরিচয় করিয়ে দেন সুন্দ পৃথিবীতে। প্রতিটি মানুষই চায় তাকে একটি সুন্দর নামে ডাকা হোক। নাম সুন্দর না হলে বন্ধুরা সমালোচনা করবে। এতে শিশু মানসিকভাবে কষ্ট পাবে। সে হয়ত এক সময় পিতা-মাতার প্রতি খারাপ ধারণা করবে। সেজন্য সন্তানের সুন্দর ও ভাল অর্থবোধক নাম রাখতে হবে। কারণ তার এ নাম জীবন চলার পথে প্রভাব ফেলতে পারে। জন্মের পরপরই সন্তানের নাম রাখা যায়। শিশু পেটে থাকা অবস্থায়ও নাম নির্বাচন করে রাখা যায়। তবে উত্তম হল সপ্তম দিনে আক্বীক্বা দেওয়ার পূর্বে নাম নির্বাচন করে তার নামে আক্বীক্বা দেওয়া।

সুন্দর নাম রাখার গুরুত্ব : প্রতিটি মানুষই সুন্দর নামে ডাকতে বা সুন্দর নামে পরিচিত হতে বা শুনতে পসন্দ করে। রাসূল (ছাঃ) সুন্দর নামের লোকদের পসন্দ করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) সুন্দর নাম রাখার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন, إِذَا أَبْرَدْتُمْ بَرِيدًا فَأَبْرِدُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الاِسْمِ ‘তোমরা যখন আমার কাছে কোন দূত পাঠাবে তখন সুন্দর চেহারা ও সুন্দর নাম বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাঠাবে’ *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩৬৭৯; ছহীহাহ হা/১১৮৬)*। অন্যত্র এসেছে, বুরায়দা আল আসলামী (রহঃ) তার পিতার সূত্রে বলেন, ‘নবী (ছাঃ) কোন কিছুকেই কুলক্ষণ মনে করতেন না। তিনি কোথাও কোন কর্মচারীকে প্রেরণ করলে তার নাম জানতে চাইতেন। উক্ত নাম তাঁর পসন্দ হলে তিনি খুশি হতেন এবং তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দেখাতো। আর উক্ত নাম অপসন্দ হলে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ছাপ ভেসে উঠতো। তিনি কোন জনপদে প্রবেশ করলে তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। সেই নাম তাঁর পসন্দ হলে তিনি খুশী হতেন এবং তাঁর চেহারা উজ্জ্বল দেখা যেতো। পক্ষান্তরে সেই নাম অপসন্দ হলে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ছাপ ভেসে উঠতো *(আবুদাউদ হা/৩৯২০)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে বলেন, وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِيإِبْرَاهِيمَ ‘রাত্রে

https://ahlehadeethbd.org/protiva/

আমার একটি সন্তান জন্মলাভ করেছে, আমি তার নাম আমার পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর নামে রেখেছি' *(মুসলিম হা/২৩১৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, 'আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মালে আমি তাকে নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইব্রাহীম। তারপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দো'আ করলেন অতঃপর আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। আর সে ছিল আবু মূসার বড় ছেলে *(বুখারী হা/৫৪৬৭)*। অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে, ছাহাবী সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, 'যখন মুনযির ইবনু আবু উসায়দ জন্মলাভ করলেন, তখন তাকে নবী (ছাঃ) এর নিকট নিয়ে আসা হল। তিনি তাকে নিজের উরুর উপর রাখলেন। আবু উসায়দ পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় নবী (ছাঃ) তাঁর সামনেই কোন যরুরী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে আবু উসায়দ কারো মাধ্যমে তাঁর উরু থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। পরে নবী (ছাঃ) সে কাজ থেকে মুক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, শিশুটি কোথায়? আবু উসায়দ বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার নাম কী? তিনি বললেন, অমুক। রাসূল (ছাঃ) বললেন, বরং তার নাম মুনযির। সে দিন হতে তার নাম রাখলেন মুনযির' *(বুখারী হা/৬১৯১)*।

ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রীর দিকে ইশারা করে বললেন, এই উষ্ট্রীর দুধ কে দোহন করবে? অতঃপর এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? লোকটি বলল, মুররা। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি বস। (তিনি লোকটির নাম খারাপ মনে করলেন। কারণ মুররা শব্দের অর্থ হল তিক্ত)। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে দুধ দোহন করবে? (অপর) এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল। তখন রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? লোকটি বলিল, হারব। রাসূল (ছাঃ) বলিলেন, তুমি বস। আবার বললেন, এই উষ্ট্রীর দুধ কে দোহন করবে? (আর) এক ব্যক্তি দাঁড়াল। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? লোকটি বলিল, ইয়ায়ীশ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যাও, দুধ দোহন কর *(মুয়াত্তা মালেক হা/২৪)*। প্রিয় পাঠক, একটি পশুর দুধ দোহনের ক্ষেত্রেও রাসূল (ছাঃ) ভালো নামের মানুষটিকে বেছে নিলেন। আর রাসূল (ছাঃ) যে বিষয়টি পসন্দ করতেন সেটি প্রতিটি মুসলিমের আদর্শ।

নবী-রাসূলগণের নামে নামকরণ : নবী-রাসূলগণের নামে সন্তানের নাম রাখা উত্তম। রাসূল (ছাঃ) নিজে ইব্রাহীম (আঃ)-এর নামে তাঁর ছেলের নামকরণ

করেন। আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) তার বড় ছেলের নামও ইব্রাহীম রেখেছিলেন। যেমন হাদীছে এসেছে, আবু ওয়াহব আল জুশামী বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা নবীগণের নামানুসারে নাম রাখো। নাম সমূহের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তর হচ্ছে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। যথার্থ নাম হচ্ছে হারিছ (চাষী) ও হাম্মাম (দাতা) এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হচ্ছে হারব ও মুররা’ *(আবুদাঊদ হা/৪৯৫০)*।

মুগীরা বিন শু‘বা (রাঃ) বলেন, ‘আমি যখন নাজরান গেলাম, তখন সেখানকার লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা পাঠ করেন (আল-কুরআনে) يَا أُخْتَ هَارُونَ (হে হারূণের বোন) অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর মা। অথচ মূসা (আঃ) ছিলেন ঈসা (আঃ) এর এত দিন আগে। (সুতরাং মূসা (আঃ) এর ভাই নবী হারূণ (আঃ) ঈসা (আঃ) এর অনেক আগের যুগের। মারিয়াম তার বোন হলেন কিভাবে?) পরে যখন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আমি ফিরে এলাম, তখন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তারা (ইহূদী-নাছারারা) তাদের পূর্ববর্তী নবী ও সৎ ব্যক্তিগণের নামে (সন্তানের) নাম রাখত’ *(মুসলিম হা/২১৩৫)*। অন্য হাদীছে এসেছে, ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন সালামের ছেলে ইউসুফ (রাঃ) বলেন, ‘নবী (ছাঃ) আমার নাম রাখেন ইউসুফ। তিনি আমাকে তাঁর কোলে বসান এবং আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন’ *(আহমাদ হা/২৩৮৮৮)*।

মন্দ নামের কুপ্রভাব : সাধারণত মন্দ নামের প্রভাব ব্যক্তির জীবনে প্রতিফলিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যাদের নাম মন্দ ছিল তারা আচার আচরণে বা ব্যবহারে মন্দ ছিল। আবার নামের অর্থ মন্দ হওয়ার কারণে তার জীবনের সর্বাঙ্গে তা প্রতিফলিত হয়েছে। আর সুন্দর নামের কারণে জীবনে ভালো প্রভাবও রয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে, সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব (রহঃ)-এর দাদার নাম ছিল হাযন। রাসূল (ছাঃ) তাকে নাম জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আমার নাম হাযন (চিন্তাগ্রস্ত)। নবী (ছাঃ) বললেন, أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لاَ أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِى . قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ বরং তোমার নাম সাহল (সহজ-সরল)। তিনি বললেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন, তা অন্য কোন নাম দিয়ে আমি বদলাব না। ইবনু মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, এরপর থেকে আমাদের বংশের মধ্যে দুঃখকষ্ট চলে এসেছে *(বুখারী হা/৬১৯০)*।

[চলবে]

নফল ছিয়ামের গুরুত্ব ও ফযীলত

ফরীদুল ইসলাম, ছানাবিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নফল হল ঐ সকল বিষয় যা বান্দার জন্য কল্যাণকর, তবে এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আর নফলের মাধ্যমেই বান্দা তার প্রভুর অধিকতর নিকটবর্তী হতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ 'অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। এই নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে আমাদের ফরয আমলের ঘাটতি পূরণ করবেন *(নাসাঈ হা/৪৬৬, ৪৬৭)*।

প্রিয় সোনামণি, যদি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য কর তাহলে প্রতীয়মান হবে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর সহজ করার জন্য অল্প কিছু ইবাদত ফরয করেছেন, যাতে সকলেই তা করতে পারে। আর অধিক কল্যাণ প্রত্যাশী বান্দাদের জন্য নফলের ব্যবস্থা রেখেছেন। যেমন ছালাতের ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, ইশরাক্বের ছালাত ইত্যাদি। হজ্জের স্থলে উমরাহ, যাকাতের ক্ষেত্রে নফল দান-ছাদাক্বা এবং বছর জুড়ে বিভিন্ন সময়ের নফল ছিয়াম সমূহ। যেহেতু আমরা সদ্য রামাযানের ফরয ছিয়াম শেষ করলাম, সেহেতু এই প্রবন্ধে আমরা নফল ছিয়াম বিষয়ে আলোচনা করব।

নফল ছিয়ামের গুরুত্ব : আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হল ছিয়াম। ফরয ছিয়ামের মাধ্যমে যেমন সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়, নফল ছিয়ামের দ্বারা তেমনি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে সরিয়ে দিবেন' *(বুখারী হা/২৮৪০)*।

১. আশূরায়ে মুহাররম : এর অর্থ মুহাররমের দশ তারিখ। মুহাররম মাসে পৃথিবীর যালেম শাসক ফিরা'ঊনকে সাগরে ডুবিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে নাজাত দান করেছিলেন। সেকারণ হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করে ১০ই মুহাররম ছিয়াম পালন করেছিলেন। ইহূদীরাও এইদিন ছিয়াম পালন করত এবং মুসলিম উম্মাহ মূসা (আঃ)-এর

অনুসরণের অধিক হকদার হিসাবে এই দিনে ছিয়াম পালন করে থাকে। রাসূল (ছাঃ) ১০ই মুহাররমের ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ‘আশূরার দিনের ছিয়াম আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে’ (*মুসলিম হা/১১৬২*)।

২. শাওয়ালের ছিয়াম : রামাযানের পর শাওয়াল মাস উপস্থিত হয়। যারা রামাযানের পূর্ণ ছিয়াম পালন করেছে এবং সাথে সাথে শাওয়াল মাসের ৬টি নফল ছিয়াম আদায় করেছে তাদের জন্য রাসূল (ছাঃ) বিশেষ ফযীলতের ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ‘যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করল। অতঃপর তার পিছে পিছে শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল’ (*মুসলিম হা/২৮১৫*)।

৩. শা‘বানের ছিয়াম : আল্লাহ তা‘আলা রামাযানের ছিয়াম আমাদের উপর ফরয করে তার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে শা‘বান মাসে নফল ছিয়াম পালনের জন্য সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যাতে অবিরাম এক মাস ফরয ছিয়াম পালন করা মানুষের জন্য কষ্টকর না হয়। আর রাসূল (ছাঃ) রামাযান ব্যতীত শা‘বান মাসে সবচেয়ে বেশি ছিয়াম পালন করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কখনো মাসব্যাপী ছিয়াম পালন করতে দেখিনি রামাযান ব্যতীত। আর আমি কোন মাসে তাঁকে এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি শা‘বান ব্যতীত’। তাঁর থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ‘রাসূল (ছাঃ) পুরা শা‘বান ছিয়াম রাখতেন শেষের কয়েক দিন ব্যতীত’ *(বুখারী হা/১৯৬৯)*।

৪. আরাফার ছিয়াম : যিলহজ্জ মাস আল্লাহ্র নিকট বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। এই মাসে সারা বিশ্ব থেকে মুসলমানগণ তাদের সাধ্যানুযায়ী হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। এজন্য এ মাসের প্রথম ১০দিন অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) এ মাসের প্রথম থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম পালন করতেন *(নাসাঈ হা/২৪১৭)*।

এই ফযীলতপূর্ণ ১০ দিনের মধ্যে আরাফার দিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে দিনে হাজীগণ আরাফার ময়দানে অবস্থান করেন। আর আরাফার বাইরে অবস্থানরত মুসলিমরা ছিয়াম পালন করেন। এ দিন ছিয়াম পালনের গুরুত্বের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ 'আরাফাহ্র দিনের ছিয়াম আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে' *(মুসলিম হা/২৮০৩)*।

৫. আইয়ামে বীযের ছিয়াম : চান্দ্র মাস হিসাবে আরবী প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাসূল (ছাঃ) নফল ছিয়াম পালনের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রতি মাসে যে ব্যক্তি তিন দিন ছিয়াম পালন করল সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(বুখারী হা/১৯৮১; তিরমিযী হা/৭৬১)*।

৬. সোম ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম : প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম পালন করতেন এবং আমাদেরকেও তা পালনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ 'প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল সমূহ আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়। অতএব আমি চাই আমার আমলগুলো ছিয়াম অবস্থায় পেশ করা হোক' *(তিরমিযী হা/৭৪৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সপ্তাহে দু'দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলনামা আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে মাফ করা হয়। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাইয়ের সাথে তার শত্রুতা রয়েছে। তখন বলা হবে, এ দু'জনকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা মীমাংসা করে' *(মুসলিম হা/২৫৬৫)*। তাছাড়াও রাসূল (ছাঃ) সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এই দিনেই নবুঅত প্রাপ্ত হয়েছেন *(মুসলিম হা/২৮০৪)*।

নফল ইবাদত আমাদের জন্য আবশ্যকীয় নয় কিন্তু তা পালনের মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিন আমাদের ফরযের ঘাটতি পূরণ হবে। অতএব আমরা ফরয যথাযথভাবে পালন করি এবং নফল ইবাদতের প্রতি অগ্রবর্তী হই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

কুরবানী

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার অন্যতম মাধ্যম হল কুরবানী। ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রিয় সন্তান কুরবানীর ইতিহাস স্মরণ করে প্রতি বছর আল্লাহ্র জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করেন মুমিনগণ।

বারা’ বিন ‘আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরবানীর দিন ছালাতের পর রাসূল (ছাঃ) আমাদের সামনে খুৎবা দিলেন। খুৎবায় তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের মতো ছালাত আদায় করবে এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী করবে, তার কুরবানী যথার্থ বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাতের পূর্বে কুরবানী করবে তার গোশত খাওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। তখন আবূ বুরদাহ্ বিন নিযার (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহর কসম! আমি তো ছালাতে বের হবার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। আমি ভেবেছি যে, আজ তো পানাহারের দিন। তাই আমি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি। আমি নিজে খেয়েছি এবং আমার পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীদেরও আহার করিয়েছি। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওটা গোশত খাবার বকরী ছাড়া আর কিছু হয়নি। আবূ বুরদাহ (রাঃ) বলেন, এখন আমার নিকট এমন একটি মেষ শাবক আছে যা দুটি বকরীর চেয়ে ভালো। এটা কি আমার পক্ষে কুরবানীর জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তোমার পরে অন্য কারো জন্য যথেষ্ট হবে না *(বুখারী হা/৯৮৩)*।

শিক্ষা :

১. কুরবানী সহ দ্বীনের সকল কাজ আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) এর নির্দেশিত সময় ও পদ্ধতিতে করতে হবে। অন্যথায় তা কোন উপকারে আসবে না।

২. ঈদুল আযহার ছালাতের পূর্বে যবেহকৃত পশু কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে না। তবে এর গোশত খাওয়া হারাম নয়।

৩. রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দিতেন। যা পরবর্তিতে অন্যদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

৪. নিজের চিন্তা-ভাবনা থেকে দ্বীনের কোন নিয়ম পরিবর্তন করা যাবে না।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

২৩. সকাল-সন্ধ্যায় যেসব দো'আ পড়তে হয় :

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهُ- أَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা 'আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ্‌শাহা-দাতি ফা-ত্বিরাস্ সামা-ওয়াতি ওয়ালআরযি রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহূ, আশ্‌হাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আনতা আ'উযুবিকা মিন শার্‌রি নাফ্‌সী ওয়া মিন্ শাররিশ শাইত্বানি ওয়া শিরকিহী।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি অদৃশ্য ও দৃশ্যকে জানো, আসমান ও যমীনের তুমি স্রষ্টা, প্রত্যেক বস্তুর তুমি প্রতিপালক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমি আমার মনের কুমন্ত্রণা, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তার শিরক হ'তে আশ্রয় চাই' *(তিরমিযী হা/৩৩৯২)*।

নবী করীম (ছাঃ) উক্ত দো'আটি সকাল-সন্ধ্যা এবং শয্যা গ্রহণের সময় পড়ার জন্য আবুবকর (রাঃ)-কে বলেছিলেন।

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।*

অর্থ : 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল *(আবুদাঊদ হা/৫০৭৭)*।

আবু আইয়্যাশ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে উঠে উক্ত দো'আ পড়বে তার জন্য ইসমাঈল বংশীয় একটি দাস মুক্ত করার সমান ছওয়াব হবে। তার জন্য দশটি পুণ্য লিখা হবে, দশটি পাপ ক্ষমা করা হবে, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং সে শয়তান হতে হেফাযতে থাকবে' *(আবুদাঊদ হা/৫০৭৭)*।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ-

উচ্চারণ : *আস্‌তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূম ওয়া আতূবু ইলাইহ্।*

অর্থ : ‘আমি সেই মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। যিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আমি তাঁরই কাছে তওবা করছি’ *(তিরমিযী হা/২৮৩১)*।

لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ-

উচ্চারণ : *লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

অর্থ : ‘নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ছাড়া’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৩)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার বলবে, سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ (সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহি) ক্বিয়ামতের দিন এটা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হ’তে পারবে না। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে এর অপেক্ষা অধিকবার বলবে *(বুখারী হা/৬৪০৫)*।

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ‘আ-ফিনী ফী বাদানী, আল্লা-হুম্মা ‘আ-ফিনী ফী সাম‘ঈ, আল্লা-হুম্মা ‘আ-ফিনী ফী বাছারী লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহকে হেফাযত কর। হে আল্লাহ! তুমি আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে হেফাযত কর। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা‘বূদ নেই’ *(আবুদাঊদ হা/৫০৯০; মিশকাত হা/২৪১৩)*।

আমল : উক্ত দো‘আটি সকালে তিন বার ও সন্ধ্যায় ৩ বার পড়তে হবে *(আবুদাঊদ হা/৫০৯০; মিশকাত হা/২৪১৩)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত ‘ছহীহ কিতাবুদ্ দো‘আ’ শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৭৬-৭৮)।

সৃষ্টির সেরা

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

পেয়ারা গাছটা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে পশ্চিমের দেয়ালের উপর। অথচ তার থেকে তিন বছরের বড় তাল গাছটা দিব্যি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ফলনে দুয়ের তুলনা চলেনা। পেয়ারা গাছটা বার মাস ফল দেয়, আর তাল হয় বছরে একবার। তাও নিয়মিত না। এছাড়া পেয়ারা গাছটা উঠোনটাকে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করে। মাঝে মাঝে ঘরের চালে উঠতে জুনায়েদ এটাকে মই হিসাবেও ব্যবহার করে।

এইতো সেদিন মা পেয়ারা গাছটার নিচে বসে মাছ কাটছিলেন। একটু দূরে বসে দাদুর কাছে গল্প শুনছিল জুনায়েদ। সেই পুরনো দিনের কথা। দাদুরা ছোট বেলায় কিভাবে মাছ ধরতেন সেই গল্প। সে গল্প শুনে আর কল্পনায় কাদা হাতড়ে মাছ ধরে। হঠাৎ মা বলে উঠেন, বিড়াল, মাছ, মাছ...। সে তাকিয়ে দেখে, কালো বিড়ালটি একটা ছোট তেলাপিয়া মুখে নিয়ে এক লাফে উঠে গেল পেয়ারা গাছে। সেখান থেকে গিয়ে বসল ঘরের চালে। জুনায়েদও পিছনে পিছনে উঠে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে বিড়ালটা দেয়াল টপকে সটকে পড়েছে। জুনায়েদ কিছুটা বিরক্ত হল। সে ভাবতে লাগল, তার যদি বিড়ালের মত চারটা পা থাকত! সেও বিড়ালের মত দ্রুত গাছে উঠতে পারত। চালের উপর বসে এসব আজগুবি চিন্তা করে সে।

'দাদু ভাই, চলো গোসলে যাই' দাদুর ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ে জুনায়েদের। যখন নামতে যাবে, তখনই চোখে পড়ে, একটি বুলবুলি উড়ে এসে বসল দক্ষিণের আগডালে। তারপর সামনে ঝুলন্ত একটা টসটসে পাকা পেয়ারায় ঠোকরাতে শুরু করল। পেয়ারাটার প্রতি তার খুব লোভ হল। কিন্তু অত উপরে তো ও উঠতে পারে না। তারপরও সে একবার চেষ্টা করে দেখে। কিন্তু পেয়ারা থেকে হাত পাঁচেক দূরে তাকে থেমে যেতে হয়। নিচ থেকে দাদুর ডাক শোনা যায়, 'এই করছিস কি, পড়ে যাবি তো'।

মায়ের ততক্ষণে মাছ কাটা শেষ। রান্না চড়িয়েছেন। তিনি রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, 'কোথায় উঠেছিস? নাম, নাম'। অগত্যা তাকে পেয়ারার লোভ ত্যাগ করে নিচে নেমে আসতে হল।

গাছ থেকে নেমে দাদুর কাছে প্রশ্ন করল, 'দাদু, মানুষ কেন পাখির মত উড়তে পারে না? দাদু উত্তর দিলেন, আল্লাহ পাখিকে পাখা দিয়েছেন, তাই সে উড়তে

পারে। মানুষকে হাত দিয়েছেন, যাতে সে কাজ করতে পারে, লিখতে পারে, খেতে পারে। জুনায়েদ চটপট বলে, আর বিড়ালকে চার পা দিয়েছেন যাতে জোরে দৌড়াতে পারে এজন্য? দাদু মুচকি হেসে জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আচ্ছা দাদু, মানুষের যদি পাখির মত ডানা থাকত তাহলে মানুষও কি উড়তে পারত? যদি বিড়ালের মত চারটা পা থাকত! ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন।

প্রশ্ন করতে করতে সে চলল পুকুরের দিকে। ঘাড়ে গামছা আর হাতে সরিষার তেল নিয়ে পিছন পিছন হাঁটতে লাগলেন দাদুও। মাঝে মাঝে তার দু-একটি প্রশ্নের হ্যাঁ-না সূচক জবাব দিচ্ছেন।

জুনায়েদ নতুন সাঁতার শিখেছে। কিন্তু শীতের ঠাণ্ডা পানিতে বেশিক্ষণ থাকার সুযোগ নেই। তাই পুকুর ঘাটে পৌঁছে জুনায়েদ আবার প্রশ্ন করে, দাদু, মাছ সারাদিন পানিতে থাকে। ওদের শীত লাগে না? দাদু বলল, না। আল্লাহ মাছকে শীত সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। জুনায়েদ ভাবে, আমি যদি মাছ হতাম তাহলে সারা দিন পানিতে সাঁতার কাটতে পারতাম।

দাদু তার আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারেন। তিনি এবার বলতে লাগলেন, শোন দাদু ভাই, মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। দেখ, মাছ সারাদিন পানিতে থাকে, ডাঙ্গায় তুললে বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না। আবার বিড়াল ও পাখি পানিতে বাঁচতে পারে না। কিন্তু মানুষ ডাঙ্গায় থাকে, আবার পানিতেও সাঁতার কাটতে পারে। এছাড়া আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। আর মানুষ সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে উড়োজাহাজ তৈরি করেছে। ফলে মানুষ এখন আকাশেও চলাচল করতে পারে।

এছাড়া আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আর অন্য সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন মানুষের সেবার জন্য। এজন্য মানুষ মাছ, গরু, ছাগল ও পাখির গোশত খায়। আবার বিড়াল, কুকুর আবর্জনা খেয়ে পরিবেশকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তোলে। হাতি, উট অনেক বড় প্রাণী হলেও এগুলো মানুষের আনুগত্য করে। তাই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব।

শিক্ষা :

১. সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে মানুষের উচিত আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা। এবং অন্য প্রাণীর কোন কাজে দ্রুততা ও দক্ষতা দেখে হতাশ না হওয়া।

২. আল্লাহ কোন প্রাণীকে অযথা সৃষ্টি করেননি। সকল প্রাণী কোন না কোন ভাবে মানুষের ও পরিবেশের উপকার করে।

৩. সকল প্রাণীর কিছু বিশেষ দক্ষতা আছে, যা অন্য প্রাণীর সাথে তুলনীয় নয়।

দলবদ্ধ কাজ

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

সেই আদি কাল থেকে খরগোশ আর কচ্ছপের গল্প আমরা সবাই জানি। কিন্তু মজার বিষয় হল আমরা ১ম অধ্যায়টাই শুধু শুনি। গল্পের আরো ৩টি অধ্যায় আছে, যা কেউ কেউ শুনলেও, অধিকাংশই জানেনা। তাই এবার সম্পূর্ণ গল্পটা এবং তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

১ম অধ্যায় : এই অধ্যায় আমরা সবাই জানি। খরগোশ ও কচ্ছপের মধ্যকার দৌড় প্রতিযোগিতায় খরগোশ কিছু দূর দ্রুত দৌড়ে ঘুমিয়ে যায়। আর কচ্ছপ একটানা চলে শেষ সীমায় পৌঁছে জিতে যায়।

শিক্ষা :

খরগোশ থেকে পেলাম-

অতি আত্মবিশ্বাস যে কারো জন্যই ক্ষতিকর।

কচ্ছপ থেকে পেলাম -

লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই ইনশাআল্লাহ।

২য় অধ্যায় :

প্রথমবার খরগোশ হেরে যাওয়ার পর বিশ্লেষণ করে দেখল হারার মূল কারণ- তার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও অবহেলা। ভুল বুঝতে পেরে খরগোশ আবারো কচ্ছপকে দৌড় প্রতিযোগিতার আহ্বান জানালো। কচ্ছপ এবারেও রাযী হয়ে গেল। এবার প্রতিযোগিতা শুরু হলে খরগোশ না ঘুমিয়ে এক দৌড়ে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। কচ্ছপও আস্তে আস্তে দৌড় শেষ করল।

শিক্ষা :

খরগোশ থেকে পেলাম -

দ্রুত এবং অবিচলভাবে মনোযোগ সহকারে কাজ করলে দ্রুত সফল হওয়া যায়।

কচ্ছপ থেকে পেলাম -

ধীরস্থিরভাবে চলাফেরা ভালো, তবে গতি ও নির্ভরতা বেশি ভালো।

৩য় অধ্যায় :

কচ্ছপ এবার হেরে যাওয়ায় নিজের ধীর গতির জন্য তার একটু মন খারাপ হল। সে এবার অনেক ভেবে নতুন বুদ্ধি বের করল। অতঃপর খরগোশকে

আরেকটি দৌড় প্রতিযোগিতার আমন্ত্রণ জানালো। খরগোশও নির্দ্বিধায় রাযী হয়ে গেল। তখন কচ্ছপ বলল, ‘একই রাস্তায় আমরা ২ বার দৌড় দিয়েছি, এবার অন্য রাস্তায় হোক’।

আত্মবিশ্বাসী খরগোশ বলল, ‘আচ্ছা, তাই হোক’।

নতুন রাস্তায় দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হল। যথারীতি খরগোশ জোরে দৌড় শুরু করে দিল। কচ্ছপও তার পিছন পিছন আসতে শুরু করল। কিন্তু খরগোশ মাঝপথে এসে থমকে দাঁড়ালো। কচ্ছপ যখন খরগোশের কাছে পৌঁছাল, দেখল খরগোশ দাঁড়িয়ে আছে। কারণ, তার সামনে একটি পানিপূর্ণ খাল আছে। কচ্ছপ খরগোশের দিকে একবার তাকালো, তারপর তার সামনে দিয়ে পানিতে নেমে খাল পার হয়ে দৌড়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে প্রতিযোগিতা জিতে গেল। আর খরগোশ খালের এপাশ থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

শিক্ষা :

খরগোশ থেকে পেলাম-

শুধু নিজের শক্তির উপর নির্ভর করলেই হবে না, বুদ্ধিরও প্রয়োজন।

কচ্ছপ থেকে পেলাম-

প্রথমে প্রতিযোগীর দুর্বলতা খুঁজে বের করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে।

গল্পের এখানে শেষ নয়-

চতুর্থ অধ্যায় :

এবার খরগোশ আর কচ্ছপ মিলে একই রাস্তায় আরেকটি দৌড়ের আয়োজন করল। কিন্তু তারা ঠিক করল, এবার তারা প্রতিযোগী হিসাবে দৌড় দিবে না। বরং দৌড়াবে একে অপরের সহযোগী হিসাবে।

প্রথমে খরগোশ কচ্ছপকে পিঠে তুলে দৌড়ে গিয়ে খালের সামনে দাঁড়ালো। কচ্ছপ খরগোশের পিঠ থেকে নেমে গেল। এবার খরগোশ কচ্ছপের পিঠে উঠে খাল পার হল। তারপর আবার কচ্ছপ খরগোশের পিঠে উঠে বাকী দৌড় শেষ করল। এবার দু’জন একই সাথে দৌড় শেষ করে খুশি হল।

শিক্ষা : *স্বতন্ত্র দক্ষতা থাকা খুবই ভালো। কিন্তু দলবদ্ধ হয়ে একে অপরের মূল দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারলে সকল কাজ সহজ হয়ে যায় এবং সার্বিক সফলতা নিশ্চিত করা যায়।*

কবিতা গুচ্ছ

মুসলিমের পরিচয়

আব্দুল্লাহ, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমরা হলাম মুসলিম
তাওহীদ মোদের বুকে
শিরক মুক্ত জীবন মোদের
কালেমা সদা মুখে।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত
আদায় করি দিনে-রাতে
আল্লাহ্র দেওয়া নে'মত থেকে
দান করি দুই হাতে।

রামাযানে ছিয়াম রাখি
অধিক ছওয়াবের আশায়
সামর্থ্য হলে হজ্জ করি
দো'আ করি আরাফায়।

ইসলামের এই পাঁচটি মূল
আছে কিছু নফল
সবকিছু মিলে মুসলিম
জীবন তার সফল।

'সোনামণি'র ডাক

নাজমুন্নাহার
রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

আয়রে সোনামণি আয়রে ফুলের কলি
অহি-র কালাম বুকে নিয়ে এক সাথে পথ চলি (২)
ফজর হলে বিছানা ছেড়ে মসজিদেতে যাই
বিসমিল্লাতে শুরু করি ডান হাতে সব খাই (২)
শয়তানেরই পথটি ছেড়ে সুন্নাহ মেনে চলি- ঐ

গুরুজনকে শ্রদ্ধা করি সম্মানেরই সাথে
সকল আদেশ মান্য করি অনুগত হই তাতে (২)
মান-সম্মান বাড়ে তাতে দেখ হাদীছ খুলি- ঐ

সাক্ষাত হলে সালাম করি সকল মুসলমানকে
মুচকি হেসে কথা বলি ভরিয়ে তুলি প্রাণকে (২)
ভালোবাসার হাতটা বাড়াই দুঃখ-কষ্ট ভুলি- ঐ

সোনামণির আহ্বান

আবুবকর ছিদ্দীক
বসন্তপুর, পবা, রাজশাহী।

সোনামণির আহ্বানে এসো সবাই
এসো তাওহীদ ও সুন্নাহ মেনে জীবন গড়াই (২)

রাসূলের আদর্শ মেনে চলি
এসো বাতিলের আদর্শ বর্জন করি (২)
এসো জান্নাতী আহ্বানে এসো সবাই -ঐ

সোনামণির নীতিবাক্য মেনে চলি
এসো রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ি (২)
এসো অহি-র আলোকে জীবন সাজাই -ঐ

'সোনামণি'র গুণাবলী অর্জন করি
এসো সঠিক পথের দিকে ফিরে আসি (২)
এসো সোনামণির আহ্বানে জনতা সবাই -ঐ

প্রথম দিনের কথা

দেলাওয়ার হোসাইন, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রায় দশ বছর আগের কথা। তখন আমি খুব ছোট। কনকনে শীত, যাকে বলে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। ঠিক মাগরিবের আগ মহূর্তে ঢুকলাম হিফয খানার বারান্দায়। আব্বা ভর্তি করে চলে গেলেন। সম্ভবত দিনটি মঙ্গলবার ছিল। বাদ মাগরিব উস্তাদযী একখানা কুরআন মাজীদ নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বাবা, তুমি কুরআন পড়তে পার?’ আমি মুখে মৃদু আওয়াজ করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দিলাম। উস্তাদযী কুরআন খুলে পড়তে বললেন। আমি ভয়ে ভয়ে পড়তে শুরু করলাম। উস্তাদযী মাথা ঝুঁকিয়ে আমার মুখের কাছে নিয়ে শুনতে থাকলেন নিচু কণ্ঠের তেলাওয়াত। পাঁচ-ছয়টা আয়াত পড়ার পরে উস্তাদযী থামতে বললেন। আমি পড়া বন্ধ করলাম। এরপর উস্তাদযী থামিয়ে দিলেন উপস্থিত সকলকে। এরপর শুরু করলেন তাঁর সেই অমূল্য ভাষণ, যেটা বলার জন্য এত কাহিনী বললাম।

‘বেটা আমি এখন তোমাকে যে কথাগুলো বলব তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে এবং তা তোমার মাথায় খোদাই করে রাখবে’। উস্তাদযী দাঁড়িয়ে হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। অতঃপর নযরটা আমার দিকে ফিরিয়ে বললেন, ‘বাবা! আজ তুমি আমাদের এখানে নতুন এসেছ। তোমার হয়তো ভয় হচ্ছে যে, এত বড় কিতাব মুখস্থ করবে কিভাবে। তোমার এই ভাইয়েরাও যখন এসেছিল তারাও ভয় পেত। তুমি তো অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করেছ মাশাআল্লাহ! অনেকে এটাও পারত না। কিন্তু এখন সবাই ১০/১৫ পারা কুরআন মুখস্থ করে ফেলেছে। এটা আল্লাহ্‌র কিতাব। তিনি এটাকে সহজ করে দিয়েছেন’।

‘আচ্ছা, তুমি কি প্রতিদিন দুই লাইন মুখস্থ করতে পারবে না?’ আমি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দিলাম। উস্তাদযী আবার বলতে শুরু করলেন, একবারও ভেবেছ, যদি তুমি প্রতিদিন দুই লাইন করে মুখস্থ কর; তাহলে এক বছর শেষে কত লাইন হবে? আমি মনে মনে অঙ্ক করতে শুরু করলাম। কিন্তু আমার আগে উস্তাদযী বললেন, ছয়শো ষাট লাইন! সাথে সাথে আমরাও মাথা নাড়লাম। এখন ভেবে পাই না উনি কিভাবে এই উদ্ভট হিসাবটা করেছিলেন।

যাই হোক, উস্তাদযী বললেন, 'আচ্ছা তোমরা কেউ বাঘের শিকার পদ্ধতি জানো'? কেউ কেউ উত্তর দিল, না। আর অন্যরা চুপ থেকেই বুঝালো তারা জানেনা। উস্তাদযী বললেন, আমরা, যারা মানুষ, আমাদের পেট নিয়ে খুব চিন্তিত থাকি। আগামীকাল, পরশু, তার পরের দিন, সপ্তাহ, মাস কী খাব, তা আমরা আজই সংগ্রহ করে রাখতে চাই। অথচ আমরা জানিনা ততদিন আমরা বাঁচব কি-না।

তোমরা জানো, বাঘ থাকে বন-জঙ্গলে! আর বনের অন্যান্য প্রাণীরা তার খাদ্যে পরিণত হয়। বাঘ যখন কোন প্রাণী শিকার করে, তখন সে অনেকগুলো প্রাণী থেকে একটিকে তার লক্ষ্যে পরিণত করে। চিন্তা কর! বাঘ চাইলে অনায়াসেই একাধিক প্রাণীকে শিকার করতে সক্ষম। কিন্তু সে তা করেনা। কারণ সে একটাকেই তার লক্ষ্যবস্তু বানায় এবং সেটাকেই শিকার করে। স্নেহের সন্তানেরা তোমাদের হতে হবে বাঘের ন্যায়। লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত ক্ষিপ্র হতে হবে। তবেই সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে।

মনে রেখ, তোমরা এখানে সাধারণ কোন বই পড়তে আসোনি। তোমরা এসেছ পৃথিবী শ্রেষ্ঠ কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পড়তে। তোমাদের লক্ষ্য হবে যেকোন মূল্যে এটিকে বক্ষে ধারণ করা। এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে ত্রিশটি পারা রয়েছে। তোমাদের লক্ষ্য থাকবে প্রত্যেক মাসে একটি করে পারা কণ্ঠস্থ করা। তাহলে তোমরা আড়াই বছর পর একজন পূর্ণ হাফেযে কুরআনে পরিণত হবে। আমরা দৌড়াব কচ্ছপের ন্যায়। আর লক্ষ্য স্থির রাখব বাঘের ন্যায়।

হে আগামীর হাফেযেরা! আজ আমি তোমাদের মুখস্থ করার কিছু পথ বাতলে দিব। যা তোমাদের আগামী দিনের পথকে মসৃণ এবং সুন্দর করবে।

প্রিয় সোনামণিরা! সেদিনের প্রতিটি কথা আমি আমার হৃদয়ের ফ্রেমে বেঁধে রেখেছি। আজ আমি সেই মূল্যবান পরামর্শগুলো তোমাদের দিতে যাচ্ছি। তোমরাও চাইলে তোমাদের ফ্রেমে বাঁধায় করে নিতে পার। আর সেখান থেকে অন্যকে দিতে পার।

১. প্রথমত তোমাদের একটা পারা নির্বাচন করতে হবে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সেটা যেন শুরু অথবা শেষ দিক থেকে হয়। মধ্যদিক থেকে যেন না হয়।

২. এরপর তোমরা এক দিনে যতটুকু মুখস্থ করতে চাও। ততটুকু নির্বাচন কর। তবে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মুখস্থ করবে। এক্ষেত্রে এক পৃষ্ঠা আদর্শ পরিমাণ হতে পারে। কখনো কম-বেশি করবে না। আর সেটা ভালোভাবে পড়ে প্রায় মুখস্থ করে ফেলবে। কিন্তু পুরোপুরি মুখস্থ করবে না।

৩. এরপর সে পড়াটা একজন হাফেয অথবা ক্বিরা’আত সম্পর্কে অভিজ্ঞ কাউকে শোনাবে এবং কোন ভুল থাকলে চিহ্নিত করে শুধরে নিবে। তারপর কিছুক্ষণ নিজেকে পড়া থেকে বিরত রাখবে যাতে ভুলগুলো স্মৃতি থেকে মুছে যায়।

৪. এরপর তোমাদের পড়া মুখস্থ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়তে হবে। মুখস্থ করার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময় হলো মাগরিব পর। সুতরাং মাগরিব পর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বসে যাবে।

৫. এখন যে কাজটি বলব সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হল পুরাতন পড়া ভুলে না যাওয়া। এজন্য প্রতিদিন কমপক্ষে পিছনের সাত দিনের পড়া পড়তে হবে। সাথে সাথে শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব পড়া নিয়ম করে পড়তে হবে। সেটা তোমাদের সুবিধামতো এক পারা বা দুই পারা হতে পারে।

বন্ধুরা! আজ এখানেই শেষ করছি। অবশ্য আমার উস্তাদ আমাকে পড়া মনে রাখারও অনেক কৌশল শিখিয়েছিলেন। কিন্তু আজ আর সেটা আলোচনা করছি না। সুযোগ হলে অন্য একদিন হবে-ইনশাআল্লাহ।

বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ৭টি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

১. রোগীর সেবা করা।

২. জানাযায় গমন করা।

৩. হাঁচিদাতার উত্তর দেয়া।

৪. দুর্বলকে সাহায্য করা।

৫. মাযলূমকে সাহায্য করা।

৬. সালামের প্রসার ঘটানো।

৭. শপথকারীর শপথ পূর্ণ করা *(বুখারী হা/৬২৩৫; মুসলিম হা/২০৬৬)*।

সাধারণ জ্ঞান

❖ **আল-কুরআন** (সূরা ইখলাছ ও সূরা লাহাব)

১. ইখলাছ শব্দের অর্থ কী? **উত্তর :** বিশুদ্ধ করণ।

২. সূরা ইখলাছ কুরআনের কততম সূরা? **উত্তর :** ১১২তম।

৩. সূরা ইখলাছে কতটি আয়াত আছে? **উত্তর :** ৪টি।

৪. সূরা ইখলাছে কতটি শব্দ আছে? **উত্তর :** ১৫টি।

৫. সূরা ইখলাছে কতটি বর্ণ আছে? **উত্তর :** ৪৭টি।

৬. সূরা ইখলাছ কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা লাহাব-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এটি মাক্কী সূরা।

৭. সূরা ইখলাছ এর গুরুত্ব ও নেকী কত?

উত্তর : কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

৮. সূরা ইখলাছ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : 'তাওহীদ' পূর্ণভাবে থাকার কারণে।

৯. লাহাব অর্থ কী? **উত্তর :** স্ফুলিঙ্গ।

১০. সূরা লাহাব কুরআনের কততম সূরা? **উত্তর :** ১১১তম।

১১. সূরা লাহাব-এ কতটি আয়াত আছে? **উত্তর :** ৫টি।

১২.সূরা লাহাব-এ কতটি বর্ণ আছে? **উত্তর :** ৮১টি।

১২. সূরা লাহাব কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা ফাতিহার পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এটি মাক্কী সূরা।

১৩. কাফেরের নামে কোন সূরা অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর : সূরা লাহাব।

সংগঠন পরিক্রমা

পশ্চিম ভাটপাড়া (কোম্পানীগঞ্জ), চারঘাট, রাজশাহী ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার চারঘাট থানাধীন পশ্চিম ভাটপাড়া (কোম্পানীগঞ্জ) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মাতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও রাজশাহী-সদর যেলা ‘সোনামণি’র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা ‘সোনামণি’র সহ-পরিচালক মাহমূদুল হাসান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন কোম্পানীগঞ্জ সালাফী মাদ্রাসার হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয কাওছার ও জাগরণী পরিবেশন করে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন।

দক্ষিণ তলুইগাছা, সাতক্ষীরা ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন দক্ষিণ তলুইগাছা ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা ‘সোনামণি’র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘যুবসংঘ’-এর প্রচার সম্পাদক মাহদী হাসান।

আনন্দনগর, নওগাঁ ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন আনন্দনগরের আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসায় একটি সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা ‘সোনামণি’র পরিচালক জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি আফযাল হুসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ সাদিক ও জাগরণী পরিবেশন করে রিফাত ছিদ্দীকী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মীযান বিন আবুল হুসাইন।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৭ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ

মিলনায়তনে 'সোনামণি' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহামাদ আযীযুর রহমান, পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ আবু তাহের।

গোডাউন বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ১৭ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন গোডাউন বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সহ-পরিচালক ইয়াসীন আরাফাত। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশিকুর রহমান।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৮ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ ফজর যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে 'সোনামণি' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহামাদ আযীযুর রহমান, পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শিমুল হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফাহীম হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক তামীম হোসাইন।

তেঁতুলবাড়িয়া পূর্বপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর ১৮ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গাংনী থানাধীন তেঁতুলবাড়িয়া পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম ও

রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সহ-পরিচালক ইয়াসীন আরাফাত। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি ইয়াকূব আলী।

নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ১৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘সোনামণি’র পরিচালক রাজীবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সহ-পরিচালক ইয়াসীন আরাফাত। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলার সহ-পরিচালক মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রিফাত আলম ও জাগরণী পরিবেশন করে শাবীবা আখতার। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘ’ ঢাবি শাখার অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

খাসতালুক, পীরগঞ্জ, রংপুর ২৩শে এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পীরগঞ্জ থানাধীন খাসতালুক দারুস সালাম মহিলা মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠান ও উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা ‘যুবসংঘ’এর সহ-সভাপতি মতীউর রহমান ও দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনক যেলা ‘সোনামণি’র সাবেক পরিচালক আব্দুর রাশেদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ।

খাঁড়তা, মোহনপুর, রাজশাহী ২০শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর থানাধীন খাঁড়তা জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের ইমাম ও জাহানাবাদ এলাকা ‘আন্দোলন’এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু রায়হান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র উপযেলা ‘সোনামণি’র’ সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ তারেক।

শিশুর কানের যত্ন

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

কানের ময়লা মোমের মত পদার্থ যা মানুষের কান থেকে নিঃসৃত হয় এবং যা সেরুমেন (কানের ময়লা) হিসাবে পরিচিত। এটি এমনভাবে উৎপন্ন হয় যে পরিষ্কার করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু কানের ময়লা তখনই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যখন এটি দ্রুতহারে এবং বেশি পরিমাণে হতে থাকে। তখনই শিশুর কান বন্ধ, ক্ষীণ শ্রবণশক্তি, ব্যাথা, চুলকানির সমস্যা ইত্যাদি দেখা দেয়। এসময় শিশুর কান পরিষ্কার করার প্রয়োজন পড়ে। তবে শিশুদের কানের খোল পরিষ্কার করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়াটা অত্যন্ত যরূরী।

শিশুদের কান পরিষ্কার করার সময় যেসব বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেগুলো হল :

১. কান পরিষ্কারের জন্য কোন কিছু সন্তানের কানের মধ্যে ঢোকাবেন না। কারণ শিশুটি সহযোগিতা না করলে কানের পর্দার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

২. দোকানে কিছু ড্রপ পাওয়া যায় যা কানের ময়লা বা খোলকে গলিয়ে দিতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওই ড্রপগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

৩. ক্ষতিগ্রস্ত কানটি উপরে করে শিশুটিকে পাশ ফিরে শুতে বলুন। তাহলে সে অনেকটা আরাম পাবে।

৪. আপনার সন্তানের কান নিজে কখনই পরিষ্কার করবেন না। চিকিৎসকরা সাধারণত সোডিবাইকার্বের দ্রবণ দিয়ে কান পরিষ্কার করে থাকেন। এ দ্রবণ কানের ময়লাকে গলিয়ে কান থেকে বের করে দেয়। এ ঔষধে কান পরিষ্কার হতে ৪-৫ দিন সময় লাগে।

৫. কান পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর আর কখনও শিশুর কান পরিষ্কার করতে যাওয়া ঠিক হবে না। তাতে ঘটনার পুনরাবৃত্তিই ঘটবে। তবে শিশুর কানে ময়লা জমেছে মনে করলে অলিভ অয়েল ৪-৫ ফোঁটা করে দৈনিক তিনবার একাধারে ১০ দিন দিতে পারেন। এতে কান পরিষ্কার থাকবে।

৬. আজকাল অনেক অনিরাপদ ঘরোয়া প্রতিকার কানের ময়লা বা খোল সরানোর পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের পরীক্ষা থেকে দূরে থাকুন! কারণ এ থেকে সংক্রমণ এবং কানের পর্দার ক্ষতি হতে পারে।

৭. কটন বাড দিয়ে কান খুঁচানো কানের পর্দার ক্ষতি করতে পারে। এটা ব্যবহার তখনই হতে পারে যখন কানের খোল, ড্রপের সাহায্যে নরম করে নেয়া হবে। এ প্রক্রিয়ায় খোল বের করে আনা সহজ হবে।

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মেছবাহ, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রিয় সোনামণিরা, তোমরা গত সংখ্যায় জেনেছ, কিভাবে কাছের ও দূরের জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করতে হয়। সেখানে তোমরা জেনেছ, هَذَا ও ذَلِكَ পুরুষবাচক শব্দের জন্য ব্যবহার হয়। আর هَذِهِ ও تِلْكَ স্ত্রীবাচক শব্দের জন্য ব্যবহার হয়। আজ আমরা শিখব, আরবী ভাষায় প্রাথমিকভাবে পুরুষবাচক এবং স্ত্রীবাচক শব্দ কিভাবে নির্ণয় করা হয়।

আরবী শব্দটি যদি কোন মহিলার নাম হয় বা শব্দের শেষে গোলতা (ة) থাকে তাহলে সেটা স্ত্রীবাচক শব্দ। এ ছাড়া বাকী সব শব্দই পুরুষবাচক।

নিচে কিছু শব্দের মাধ্যমে উদাহরণ দেওয়া হল :

পুরুষবাচক				স্ত্রীবাচক		
বাংলা	ইংরেজী	আরবী		বাংলা	ইংরেজী	আরবী
কাপড়	Cloth	ثَوْبٌ		যায়নাব (একটি মেয়ের নাম)	Zainab	زَيْنَب
পোশাক	Dress	لِبَاسٌ		ফুল	Flower	زَهْرَةٌ
জামা	Shirt	قَمِيْصٌ		গোলাপ	Rose	وَرْدَةٌ
রুমাল	Hanky	مِنْدِيْلٌ		পাতা	Leaf	وَرَقَةٌ
কমলা	Orange	بُرْتُقَالٌ		গাছ	Tree	شَجَرَةٌ
সে (পুরুষ)	He	هُوَ		সে (স্ত্রী বাচক)	She	هِيَ

মনে রেখ, পুরুষবাচক (مُذَكَّر) শব্দের জন্য আরবীতে هُوَ এবং ইংরেজীতে He ব্যবহার হয়। আর স্ত্রীবাচক (مُؤَنَّث) শব্দের জন্য আরবীতে هِيَ এবং

ইংরেজীতে She ব্যবহার হয়। এখন তোমাদেরকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এগুলোর ব্যবহার শিখাব।

مَنْ هُوَ؟ সে (পুরুষ) কে? Who is he?		هُوَ زَيْدٌ সে যায়েদ। He is Zayed.
مَنْ هِيَ؟ সে (মহিলা) কে? Who is she?		هِيَ زَيْنَب সে যয়নাব। She is Zainab.
مَا هَذَا؟ এটি কী? What is this?		هَذَا مِنْدِيْلٌ এটি একটি রুমাল। This is a hanky.
مَا هَذِهِ؟ এটি কী? What is this?		هَذِهِ وَرْدَةٌ এটি একটি গোলাপ। This is a rose.
مَا هَذَا؟ এটি কী? What is this?	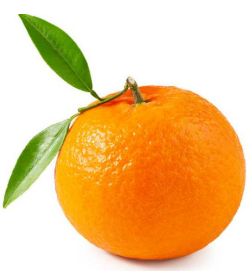	هَذَا بُرْتُقَالٌ এটি একটি কমলা। This is an orange.

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২

নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২২ সালের ১৪ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১১ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

☆ **আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নাম (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১ ও ২ নং মৌখিকভাবে এবং ৩ নং আক্বীদাসহ এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফালাক্ব ও নাস।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

২. দো‘আ : (কেন্দ্র ক র্তৃক নির্বাচিত)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২২ সালের ১৪ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

☆ **আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নাম (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১ ও ২ নং মৌখিকভাবে এবং ৩ নং আক্বীদাসহ এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা নিসা ৪/৫৯, বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৫ ও হজ্জ ২২/২৩-২৪ আয়াত *(বি. দ্র. : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করতে হবে)*।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

২. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান স্বদেশ (বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ ৪৭-৬২ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান ৭৬-৮৫ পৃ.), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী ও গণিত ৮৬-৯২ পৃ.), রহস্য (৯৩ পৃ.) এবং সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.)।

❖ পরিচালকগণের জন্য

প্রবন্ধ রচনা : প্রবন্ধের বিষয় : সোনামণি সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ সমূহ।

রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের 'সোনামণি পরিচালক/সহ-পরিচালকগণ' অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা কম্পিউটার কম্পোজকৃত এবং শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে হার্ড কপি ও সফট কপি কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। সফট কপি পৌঁছানো মাধ্যম : Email : sonamoni23bd@gmail.com

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৩য় সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত ‘ভর্তি ফরম’ এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৯. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১১. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা : ১৪ই অক্টোবর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

২. উপযেলা : ২১শে অক্টোবর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

৩. যেলা : ২৮শে অক্টোবর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১০ই নভেম্বর (বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উলেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

★ ঈদের দিনের আদব ★

১. মিসওয়াক করা।

২. ঈদের দিনে সকালে গোসল করা।

৩. উত্তম পোশাক পরিধান করা।

৪. ঈদুল ফিৎরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া।

৫. ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু না খাওয়া।

৬. এক রাস্তা দিয়ে গমন ও ভিন্ন রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা।

৭. ওযর (বিশেষ কারণ) ব্যতীত যানবাহনে চড়ে ঈদগাহে গমন না করা।

৮. ঈদের বিশেষ তাকবীর পড়া।

৯. তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহে গমন করা।

১০. পরস্পরে এই বলে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা, *'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম'*।

১১. শরী'আত সম্মতভাবে গরীব-দুঃখী সকলে মিলে ঈদের আনন্দ উপভোগ করা।

? কুইজ

১. কোন কোন ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করলে সমস্ত রাত্রি ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায়?

উঃ.....

.....

২. কোন দিনের ছিয়াম বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে?

উঃ.....

.....

৩. রাসূল (ছাঃ) কার নাম পরিবর্তন করে সাহল (সরল) রাখতে বলেন?

উঃ.....

.....

.....।

৪. আল্লাহ্র ভালোবাসা কাদের জন্য ওয়াজিব হয়?

উঃ.....

.....

.....।

৫. আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের চেয়েও প্রিয় সৎকর্ম কী?

উঃ.....

.....

.....

.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই আগস্ট ২০২২।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) ক. অনর্থক কথা-বার্তা বলা খ. সম্পদ নষ্ট করা গ. অত্যধিক প্রশ্ন করা (২) সে তার ছিয়াম পূর্ণ করে নিবে (৩) জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে (৪) সুস্থতা বা সুস্বাস্থ্য ও অবসর (৫) যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : উম্মে কুলছুম, ৫ম শ্রেণী
ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা, ধনতলা, ইসলামপুর, জামালপুর।

২য় স্থান : আহনাফ মুবাশ্বির, ৭ম (ক)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : উবাইদা আখতার, ৩য় শ্রেণী
আল-হেরা মডেল সালাফী মাদ্রাসা, খিরাইকান্দী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
.....
মোবাইল : .....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা‘আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ ‘বিসমিল্লাহ’ বলে শুরু করা ও ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

সোনামণি কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

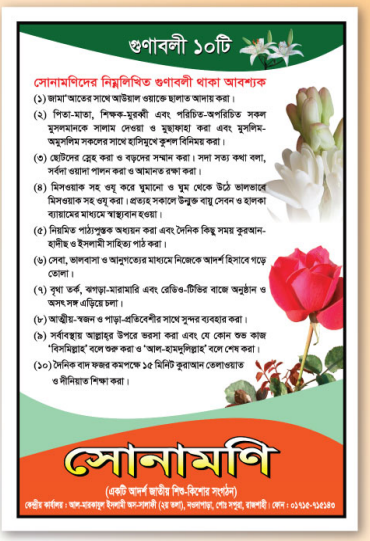

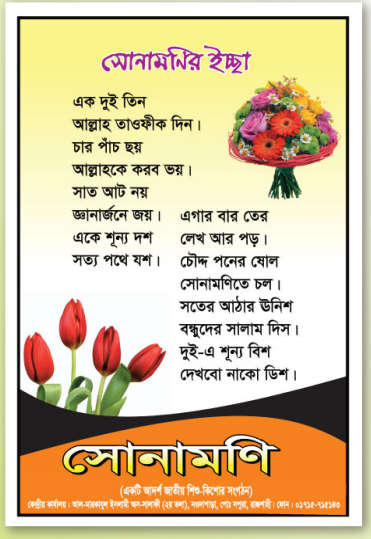

যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী
মোবাইল ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪; ০১৭১৫-৭১৫১৪৩; ০১৭২৬-৩২৫০২৯

সূচীপত্র

৫৩তম সংখ্যা | মে-জুন ২০২২ | মূল্য : ১৫/-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

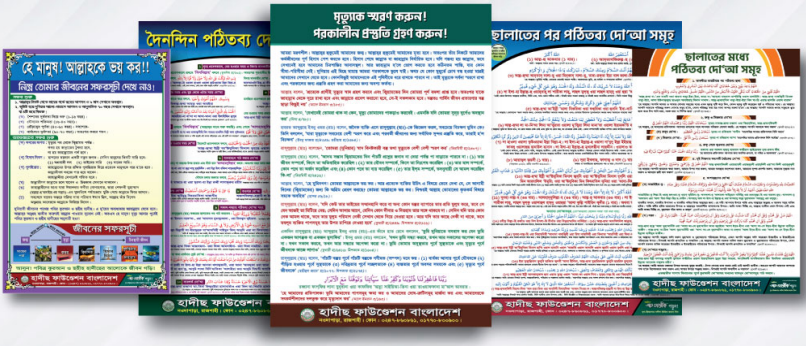

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। www.hadeethfoundationbd.com

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।